দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ AUG. 05 2006
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

সার্ক পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন

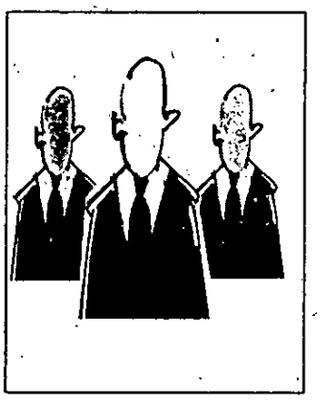

সার্ক দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক ঢাকায় শেষ হয়েছে। বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এ-বৈঠকে গৃহীত হলেও 'সাফটা' নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের বিরোধের কোন নিষ্পত্তি এতে হয়নি। বিষয়টিকে বাণিজ্যমন্ত্রীদের পরবর্তী বৈঠকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সার্ক নিয়ে এ-অঞ্চলের মানুষের অনেক প্রত্যাশা ছিল এবং সে-প্রত্যাশা এখনও রয়েছে। সার্কের বয়স নিতান্ত কম নয়। কিন্তু কাজকর্মের দিক থেকে যে-রকম যোগ্য হয়ে ওঠার কথা, সে-রকম যোগ্য এ সংস্থাটি আজও হতে পারেনি। মানুষের মনে আশা সঞ্চার করার মতো তেমন কোন বাস্তব সুফল এই সংস্থাটি দিতে পারেনি। সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বিভিন্নক্ষেত্রে যোগাযোগ অধিকতর নিবিড় করা, বাণিজ্য আরও বৃদ্ধি করা,—এসব লক্ষ্য এখনও পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলোনা।

সার্ক পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এই ঢাকা-বৈঠকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সার্কের পর্যবেক্ষক-সদস্য হিসাবে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের আবেদন সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন করা হয়েছে। চতুর্দশ শীর্ষসম্মেলনে এই তিন পর্যবেক্ষক দেশকে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। গতবছর নবেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ শীর্ষসম্মেলনে চীন ও জাপানকে পর্যবেক্ষক এবং আফগানিস্তানকে অষ্টম সদস্য করা হয়।

সাফটা বাস্তবায়নের কাজে বারবার বাধা আসছে, এটা দুঃখজনক। সাফটা-চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তান স্পর্শকাতর পণ্য বা নেগেটিভ লিস্টের বাইরে সব পণ্যের শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের জন্য নীতিগতভাবে সম্মত হলেও ভারতের বেলায় তাদের আমদানি নীতিতে উল্লিখিত পজিটিভ লিস্টের বাইরের পণ্য আমদানি করবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয়ায় সাফটা-চুক্তি বাস্তবায়নে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। ঢাকায় অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে বিষয়টির মীমাংসা হয়নি। বাণিজ্যমন্ত্রীদের বৈঠকে এই বিরোধনিষ্পত্তির কথা বলা হয়েছে।

সার্ক সংস্থাটি বছরের পর বছর ধরে যেভাবে চলছে, তাতে অনেকে একে বলেছেন 'ফ্যাশন শো', বলেছেন 'টক শো'। দু'দশকেও সার্কের উল্লেখ করার মতো কোন অর্জন নেই। এরপর সার্ক যেন একটু নড়েচড়ে বসল। ঘোষণা করা হলো এই দশককে 'বাস্তবায়নের দশক' হিসাবে। সার্ক যেন তার স্থবিরতা কিছুটা কাটিয়ে উঠল। এর সূচনা হয় সাফটা কার্যকর হওয়ার মাধ্যমে। সাফটা কার্যকর হয় গত ১ জানুয়ারি থেকে। প্রকৃতপক্ষে গত ১ জুলাই থেকে এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন শুরু।

অথচ এরই কাজে সৃষ্টি হয়েছে জটিলতা। যাই হোক, এতকাল তেমন কোন অর্জন দেখাতে না-পারলেও সার্ক দ্রুত এ-সঙ্কট কাটিয়ে উঠবে,—এ প্রত্যাশা করা যায়। সার্কে এখন অনেকে এসেছে। নতুন সদস্য হয়েছে আফগানিস্তান। পর্যবেক্ষক হয়েছে কয়েকটি দেশ ও ইইউ।

এসবে সার্কের পরিধি তথা ক্ষেত্র বাড়ল। সার্কের ব্যাপারে আগের চাইতে এখন বেশি এলাকার মানুষের সত্যিকার কৌতূহল ও আগ্রহ সৃষ্টি হল। এতে সদস্য এবং পরিধি বাড়লেও তাতে সার্ক নামের সার্থকতা অক্ষুণ্ন থাকুক আর নাই থাকুক, এখন এই সংস্থাটিকে চাঙ্গা রাখার জন্য আসল কাজ করতে হবে, কর্মসূচী নিয়ে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৪০ কোটির মতো মানুষের বিশেষ দৃষ্টি যে-সংস্থাটির দিকে-তাকে একমাত্র সত্যিকার অর্থে কার্যকর করার মাধ্যমে এই মানুষগুলোর জন্য সুফল সৃষ্টি করতে পারলেই এর সার্থকতা। নইলে সদস্যদেশগুলোর নেতাদের, 'বার্ষিক ভোজসভা' ছাড়া আর কোন প্রয়োজন এর থাকবে না।